রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৬ সনের ৪৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৪, ২০১৬

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯১৩—৯৩০
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪০৭—১৪৩৪
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৪৯—১৪৭১
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
শাখা-১ (প্রশাসন)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৩ শ্রাবণ ১৪২৩/৭ আগস্ট ২০১৬

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৬.২৫.০৪৯.১৬-৯৬৬—সকল পর্যায়ের করদাতা সেবার মান উন্নয়নসহ নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত কর সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করে প্রশিক্ষণ একাডেমির মান বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিসিএস (কর) একাডেমি, ঢাকা এর জন্য নিম্নরূপ পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হলো:

সভাপতি

১. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

২. সদস্য (কর প্রশাসন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৩. সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৪. সদস্য (আন্তর্জাতিক কর), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৫. সদস্য (কর নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

৬. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার)।

৭. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার)।

৮. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব (কর)।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

৯. অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিব পদমর্যাদা)

১০. ফরেন-ট্রেড ইনস্টিটিউট, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি।

১১. ডীন, বিজনেস স্ট্যাডিজ অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি।

১২. মহাপরিচালক, ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি এর প্রতিনিধি।

১৩. মহাপরিচালক, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফিন্যান্স এর প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

১৪. মহাপরিচালক, বিসিএস (কর) একাডেমি, ঢাকা।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৪ শ্রাবণ ১৪২৩/৮ আগস্ট ২০১৬

নং.০৮.০০.০০০০.০৩৬.২৫.০৪৯.১৬-৯৬৭—সকল পর্যায়ের করদাতা সেবার মান উন্নয়নসহ নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত কর সংগ্রহে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করে প্রশিক্ষণ একাডেমির মান বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম এর জন্য নিম্নরূপ পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হলো:

সভাপতি

১. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

২. সদস্য (শুল্ক নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

৩. সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৪. সদস্য (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৫. সদস্য (কর প্রশাসন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৬. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার)।

৭. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার)।

৮. অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিব পদমর্যদা)

৯. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব (শুল্ক)।

১০. পরিচালক, আইবিএ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

১১. ফরেন-ট্রেড ইনস্টিটিউট, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি।

১২. মহাপরিচালক, ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি বা তাঁর প্রতিনিধি।

১৩. মহাপরিচালক, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফিন্যান্স এর প্রতিনিধি।

সদস্য-সচিব

১৪. মহাপরিচালক, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ হুমায়ুন কবীর
উপসচিব।

বিচার শাখা-৭
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আদেশাবলী

তারিখ ১৭ আগস্ট ২০১৬

নং বিচার-৭/২এন-৬৫/৭৬(অংশ)-৪০৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ আব্দুর রাউফ, পিতা-মোঃ আঃ মতিন খান, মাতা-সাফিয়া বেগম, গ্রাম-শিলন্দিয়া, হোল্ডিং নং৪৩০/১, ১৪ নং ওয়ার্ড, চাঁদপুর পৌরসভা, ডাকঘর-বাবুর হাট, উপজেলা ও জেলা-চাঁদপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চাঁদপুর জেলার সদর পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরুপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

তারিখ, ১৮ আগস্ট ২০১৬

নং বিচার-৭/২এন-০১/২০০৯-৪১৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মুহাঃ কুরবান আলী, পিতা-মোঃ ইয়াসিন আলী, মাতা-মোসাঃ রহিমা বেগম, গ্রাম-হরিপুর, ডাকঘর-চৌহদ্দীটোলা, উপজেলা ও জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর পৌরসভার ০৪ ও ০৫ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতিবস্থা থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

নং বিচার-৭/২এন-০১/২০০৯-৪১৫—মুসিলম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিতা-মোঃ মুন্তাজ হুসেন, মাতা-মোসাঃ রেবিনা বেগম, গ্রাম-আঙ্গারিয়া পাড়া, ডাকঘর-নামোশংকরবাটী, উপজেলা ও জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর পৌরসভার ০৯ ও ১০ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতিবস্থা থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

নং বিচার-৭/২এন-৯০/০৫(অংশ)-৪১৭—মুসিলম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ ফখর উদ্দিন, পিতা-কাজী মোঃ আব্দুল্লাহ্, মাতা-মাহমুদা বেগম, কাজী মঞ্জিল, ২৮, উদয়ন আ/এ, বিলপাড়া, সুনামগঞ্জ-৩০০০, উপজেলা-সুনামগঞ্জ সদর, জেলা-সুনামগঞ্জ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুনামগঞ্জ জেলার সদর পৌরসভার ০১ ও ০২ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতিবস্থা থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

তারিখ, ২১ আগস্ট ২০১৬

নং বিচার-৭/২এন-২৬/২০১১-৪২১—মুসিলম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ জাহিদুল আলম, পিতা-আব্দুর রাজ্জাক, মাতা-মনোয়ারা বেগম, গ্রাম-আমছড়াপাড়া, ডাকঘর-রাজস্থলী, উপজেলা-রাজস্থলী, জেলা-রাঙ্গামাটি। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার ২ নং গাইন্দ্যা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় উপযুক্ত আদালতের কোনরুপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

জি,এম, নাজমুছ শাহাদাৎ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ, ৭ আগস্ট ২০১৬

নং আর-৬/৭এন-১৪/২০১৬-৪৫৫—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ ফেরদাউস মিয়া, পিতা-মরহুম মোঃ রুহুল আমীন বেপারী-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ১৭ আগস্ট ২০১৬

নং আর-৬/৭এন-১৯/২০১৬-৪৭২—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে কুমিল্লা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব রুখসানা আক্তার জাহান, স্বামী-জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে

কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-০৯/২০১৬-৪৭৩—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মনিরুজ্জামান মনি, পিতা-মরহুম মোসলেম আলী মোল্লা-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লেখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপ-সচিব (প্রশাসন-২)।

বিচার শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ আগস্ট ২০১৬

নং ১০.০০.০০০০.১২৫.২৮.০০৪.১৩-৫১০—যেহেতু ময়মনসিংহ জজশীপের অধীন ঈশ্বরগঞ্জ চৌকি আদালতের সাবেক সিনিয়র সহকারী জজ বর্তমানে আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত) জনাব মোহাম্মদ কামাল খাঁন এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি) ও ৩ (ডি) অনুযায়ী যতাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০১/২০১৪ রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু জনাব মোহাম্মদ কামাল খাঁন-কে প্রদত্ত কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে তাঁর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীকালে গৃহীত বক্তব্য, বিভাগীয় মোকদ্দমার তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি) ও ৩ (ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচারণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

সেহেতু বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ময়মনসিংহ জজশীপের অধীন ঈশ্বরগঞ্জ চৌকি আদালতের সাবেক সিনিয়র সহকারী জজ বর্তমানে আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত কর্মকর্তা (সাময়িক বরখাস্ত) জনাব মোহাম্মদ কামাল খাঁন-কে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০১/২০১৪ এ সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী তাঁর পদোন্নতি ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত রেখে শাস্তি প্রদান করা হলো।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিগত ১০-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ১২৮৩৬ এ নং স্মারকমূলে প্রেরিত পত্রে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ পদে পদোন্নতির প্যানেলভুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কর্মকর্তা বেগম মোছাঃ রুবিনা পারভীনের পদোন্নতি প্রাপ্ত পদে (যুগ্ম-জেলা ও দায়রা জজ/সমপর্যায়ে) পদায়ন কার্যকর হওয়ার দিন হতে উল্লিখিত ০১ (এক) বছর গণনা শুরু হবে।

এতদ্বারা অত্র বিভাগের বিচার শাখা-১ এর বিগত ২৫-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ১০.০০.০০০০.১২৫.২৮.০০৪. ১৩.৮৪ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে জনাব মোহাম্মদ কামাল খাঁন এর বিরুদ্ধে প্রচারিত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় চাকরিকাল হিসেবে গণ্য হবে এবং তিনি বিধি অনুযায়ী বকেয়া বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
কোম্পানী-১ শাখা

আদেশ

তারিখ, ২৩ ভাদ্র ১৪২৩/০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং পিটি/শাখা-২/১পি-৩৫/২০০৮-৩৭১—যেহেতু, জনাব প্রদীপ কুমার সাহা, বিভাগীয় প্রকৌশলী, সিলেট টেলিযোগাযোগ অঞ্চল, সিলেট ইতোপূর্বে বিভাগীয় প্রকৌশলী, ফোন্স (অভ্যঃ), নন্দনকানন, চট্টগ্রাম এবং বিভাগীয় প্রকৌশলী, ফোন্স, আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম অফিসে কর্মরত থাকাবস্থায় ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে তাঁর বিরুদ্ধে "৪৯০০-রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত" খাতে আর্থিক বিধি বহির্ভূতভাবে ১,১৮,৯৯,০৭২/- (এক কোটি আঠার লক্ষ নিরানব্বই হাজার বাহাত্তর) টাকা বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়ের অভিযোগ আনা হয়। উক্ত অভিযোগে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি"-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয় এবং তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের পরিচালক (ডাক) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা বিগত ১৮-১২-২০১১ তারিখে প্রথম তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কর্মকর্তা অভিযুক্ত জনাব প্রদীপ কুমার সাহা এর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করেন;

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে পিএণ্ডটি ম্যানুয়েল ২য় খণ্ডের ৭৮৩(১) ধারা অনুযায়ী উক্ত অতিরিক্ত ব্যয়ের যৌক্তিকতা পর্যালোচনা করা হয়নি এবং উক্ত অতিরিক্ত ব্যয় অনিয়মিত ব্যয় কি-না, সে বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেতনে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি, বিধায় উক্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা এবং অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থের দায়-দায়িত্ব নিরূপন করে অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য তদন্ত কর্মকর্তাকে পরামর্শ দেয়া হয়;

০৪। যেহেতু, জনাব প্রদীপ কুমার সাহা এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার অধিকতর তদন্তে তদন্ত কর্মকর্তা সরকারি অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে সরকারি নিয়ম-নীতির অনুসরণ করেননি এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে বিধি-বহির্ভূতভাবে খরচ করেছেন এবং এরূপ বাজেট অতিরিক্ত ব্যয়ের দায়-দায়িত্ব অভিযুক্ত কর্মকর্তার উপর বর্তায় মর্মে মতামত প্রদান পূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

০৫। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন এবং অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় অভিযুক্ত জনাব প্রদীপ কুমার সাহা, বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (বর্তমানে প্রেষণে বিটিসিএল-এ ন্যস্ত)-এর বিরুদ্ধে আনীত অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত ব্যয়ের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

০৬। সেহেতু, জনাব প্রদীপ কুমার সাহা, বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিয়োগাযোগ অধিদপ্তর (বর্তমানে প্রেষণে বিটিসিএল-এ ন্যস্ত)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তপূর্বক একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধিমতে "তিরস্কার" দন্ড এবং ৪(২)(ডি) বিধিমতে সরকারি আর্থিক ক্ষতির ১,১৮,৯৯,০৭২/- (এক কোটি আঠার লক্ষ নিরানব্বই হাজার বাহাত্তর) টাকা সরকারকে ফেরত প্রদানের আদেশ দেয়া হলো।

০৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী
সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৯ ভাদ্র ১৪২৩/২৪ আগস্ট ২০১৬

নং ৩৯.০০.০০০০.০১৫.০৬.০০২.১৬-৭৩—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২১ জুলাই ২০১৬ তারিখের ৩৯.০০.০০০০. ০১৫.০৬.০০২.১৬-৫৬ নং প্রজ্ঞাপনে জীব প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির ১৪ নং ক্রমিকের সদস্যের নাম নিম্নরূপ সংশোধন করা হলো :

ক্রমিক নং	পূর্বের প্রজ্ঞাপনে মুদ্রিত নাম	সংশোধিত নাম
(১৪)	ড. মোঃ আফতাব হোসেন, অধ্যাপক, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০-বিশেষজ্ঞ, অনুপ্রাণ জীবপ্রযুক্তি।	ড. মোঃ আফতাব উদ্দিন, অধ্যাপক, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০-বিশেষজ্ঞ, অণুপ্রাণ জীবপ্রযুক্তি।

তারিখ, ৬ শ্রাবণ ১৪২৩/২১ জুলাই ২০১৬

নং ৩৯.০০.০০০০.০১৫.০৬.০০২.১৬-৫৬—জাতীয় জীব প্রযুক্তি নীতি, ২০১২ এর ৬.৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী জীব প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় কারিগরি কমিটি নিম্নোক্তভাবে গঠন করা হলো :

সভাপতি

(১) সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) ড. মোঃ আবদুছ ছালাম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল - প্রতিনিধি কৃষি মন্ত্রণালয়

(৩) জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, উপপ্রধান - প্রতিনিধি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

(৪) যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য) - প্রতিনিধি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৫) বেগম সাহনাজ সামাদ, উপসচিব - প্রতিনিধি শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(৬) জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, যুগ্মসচিব - প্রতিনিধি অর্থ বিভাগ

(৭) জনাব মোঃ সাজেদুল কাইউম দুলাল, উপসচিব, পরিকল্পনা বিভাগ - প্রতিনিধি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

(৮) ড. হাসিনা খান, অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০ - বিশেষজ্ঞ, উদ্ভিদ জীবপ্রযুক্তি

(৯) ড. মোঃ শহীদুর রহমান খান, অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব মাইক্রোবায়োলজি এণ্ড হাইজিন, ফেকাল্টি অব ভেটেরিনারি সায়েন্স, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ - বিশেষজ্ঞ, প্রাণী জীবপ্রযুক্তি

(১০) ড. মোঃ খলিলুর রহমান, চীফ সায়েন্টিফিক অফিসার, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ - বিশেষজ্ঞ, মৎস্য জীবপ্রযুক্তি

(১১) ড. মু. আবুল হাসানাত, অধ্যাপক, এনডোক্রাইনোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা - বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসা জীবপ্রযুক্তি

(১২) ড. মুনিরুল আলম, সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, ইমার্জিং ইনফেকশন, আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ - বিশেষজ্ঞ, পরিবেশ জীবপ্রযুক্তি

(১৩) ড. ফেরদৌসী কাদরী, সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, ইমিউনোলজি, আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ - বিশেষজ্ঞ, শিল্প জীবপ্রযুক্তি

(১৪) ড. মোঃ আফতাব হোসেন, অধ্যাপক, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০ - বিশেষজ্ঞ, অনুপ্রাণ জীবপ্রযুক্তি

(১৫) জ্যেষ্ঠতম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, গণকবাড়ী, সাভার, ঢাকা ১৩৪৯ - বিশেষজ্ঞ, জীন ব্যাংক।

(১৬) ড. মু. নজিবুর রহমান, অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা - বিশেষজ্ঞ, খাদ্য জীবপ্রযুক্তি

(১৭) ড. মো. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০ - পেশাদার জীবপ্রযুক্তিবিদ

সদস্য-সচিব

(১৮) মহাপরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, গণকবাড়ী, আশুলিয়া সাভার, ঢাকা-১৩৪৯

২। **কমিটির কার্যপরিধি ঃ**

১। জাতীয় জীবপ্রযুক্তি অগ্রাধিকারসমূহ সনাক্তকরণ

২। প্রকল্প প্রস্তাবনার অনুরোধ প্রেরণ

৩। জীবপ্রযুক্তি গবেষণার বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং শিল্পে অংশীদার অনুসন্ধানকরণ

৪। জীবপ্রযুক্তিতে সম্পদের প্রবাহমানতা অনুসন্ধান (দক্ষতা, তহবিল ও সুবিধা)

৫। আধুনিক ও সমৃদ্ধ জীবপ্রযুক্তির সুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে বিষয়সমূহ নির্ধারণ

৬। জাতীয় নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয়

৭। জাতীয় নীতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে কমিটি নূন্যপক্ষে প্রতি ছয় মাসে একবার সভায় মিলিত হবে।

৮। কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন সদস্য/বিশেষজ্ঞ কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ যাহিদ হোসেন
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৮ ভাদ্র ১৪২৩/২৩ আগস্ট ২০১৬

নং ৩৯.০০.০০০০.০৯.০৬.৫৮.১৬-১৭/৫২৭—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মসূচীর" আওতায় বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্প বাছাই এবং পর্যালোচনান্তে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে অধ্যাপক/বিশেষজ্ঞ/বিজ্ঞানী/গবেষক/কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিম্নরূপ Peer Review Committee on Biological Sciences (BS) আদিষ্ট হয়ে গঠন করা হলো :

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	মন্তব্য
১।	অধ্যাপক ড. জসিমউদ্দিন খান	পশু পুষ্টি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	আহ্বায়ক
২।	অধ্যাপক ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান	উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	সদস্য
৩।	অধ্যাপক ড. রাখহরি সরকার	উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৪।	অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী	কীটতত্ত্ব বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৫।	ড. মোঃ আজিজুল হক	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর, জয়দেবপুর	সদস্য
৬।	অধ্যাপক ড. আ ন ম আমিনুর রহমান	গাইনিকোলজি, অবস্টেট্রিক্স অ্যাণ্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	সদস্য
৭।	মুঃ হুমায়ূন কবীর লস্কর	যুগ্মসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮।	ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা	উপসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

২। **কর্মপরিধিঃ** Guidelines for Different Programmes under Special Allocation for Science & Technology (Revised in March 2012) অনুযায়ী বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও বাছাই করে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

৩। Peer Review Committee'র আহ্বায়ক/সদস্য কোন প্রকল্প দাখিল করতে পারবেন না।

৪। সদস্য-সচিব হিসেবে উপসচিব, ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা কমিটির আহ্বায়কের সংজ্ঞো পরামর্শক্রমে সভা আহ্বান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

৫। Peer Review Committee'র সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

নং ৩৯.০০.০০০০.০৯.০৬.৫৮.১৬-১৭/৫২৮—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মসূচীর" আওতায় বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্প বাছাই এবং পর্যালোচনান্তে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে অধ্যাপক/বিশেষজ্ঞ/বিজ্ঞানী/গবেষক/কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিম্নরূপ Peer Review Committee on Medical Sciences (Medi-S) আদিষ্ট হয়ে গঠন করা হলো :

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	মন্তব্য
১।	অধ্যাপক ডা: প্রাণ গোপাল দত্ত	প্রাক্তণ উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা	আহ্বায়ক
২।	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ ইসমাইল খান	অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ও অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ফার্মাকোলজী বিভাগ	সদস্য
৩।	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ বিল্লাল আলম	অধ্যক্ষ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ও অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ	সদস্য
৪।	ডাঃ রায়হান হোসেন	প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এণ্ড এ্যালায়েড সায়েন্স, শাহবাগ, ঢাকা	সদস্য
৫।	ডা: মোহাম্মাদ সালাউদ্দিন ফারুক	সহকারী অধ্যাপক, সার্জারী বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা।	সদস্য
৬।	মুঃ হুমায়ূন কবীর লস্কর	যুগ্মসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা	উপসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

২। কর্মপরিধিঃ Guidelines for Different Programmes under Special Allocation for Science & Technology (Revised in March 2012) অনুযায়ী বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও বাছাই করে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

৩। Peer Review Committee'র আহ্বায়ক/সদস্য কোন প্রকল্প দাখিল করতে পারবেন না।

৪। সদস্য-সচিব হিসেবে উপসচিব, ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা কমিটির আহ্বায়কের সংজ্ঞো পরামর্শক্রমে সভা আহ্বান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

৫। Peer Review Committee'র সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

নং ৩৯.০০.০০০০.০৯.০৬.৫৮.১৬-১৭/৫২৯—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মসূচীর" আওতায় বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্প বাছাই এবং পর্যালোচনান্তে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে অধ্যাপক/বিশেষজ্ঞ/বিজ্ঞানী/গবেষক/কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিম্নরূপ Peer Review Committee on Environmental Sciences (ES) আদিষ্ট হয়ে গঠন করা হলো :

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	মন্তব্য
১।	অধ্যাপক ড. এ.এম.এস. মাকসুদ কামাল	ডিন, আর্থ এণ্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ এবং চেয়ারম্যান, দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	আহ্বায়ক
২।	অধ্যাপক ড. সৈয়দ হাফিজুর রহমান	পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা	সদস্য
৩।	অধ্যাপক ড. মো: মাইন উদ্দীন মিঞা	কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	সদস্য
৪।	অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম	উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর	সদস্য
৫।	মুঃ হুমায়ূন কবীর লস্কর	যুগ্মসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা	উপসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

২। কর্মপরিধিঃ Guidelines for Different Programmes under Special Allocation for Science & Technology (Revised in March 2012) অনুযায়ী বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও বাছাই করে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

৩। Peer Review Committee'র আহ্বায়ক/সদস্য কোন প্রকল্প দাখিল করতে পারবেন না।

৪। সদস্য-সচিব হিসেবে উপসচিব, ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা কমিটির আহ্বায়কের সংজ্ঞো পরামর্শক্রমে সভা আহ্বান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

৫। Peer Review Committee'র সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

নং ৩৯.০০.০০০০.০৯.০৬.৫৮.১৬-১৭/৫৩০—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মসূচীর" আওতায় বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্প বাছাই এবং পর্যালোচনান্তে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে অধ্যাপক/বিশেষজ্ঞ/বিজ্ঞানী/গবেষক/কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিম্নরূপ Peer Review Committee on Engineering & Applied Sciences (EAS) আদিষ্ট হয়ে গঠন করা হলো :

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	মন্তব্য
১।	অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম	ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	আহ্বায়ক
২।	অধ্যাপক ড. সত্য প্রসাদ মজুমদার	তরিৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৩।	অধ্যাপক ড. মোঃ নূরুল আলম	পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা	সদস্য
৪।	অধ্যাপক আ. ক. ম. মোস্তফা জামান	ডিন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনুষদ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দুমকি, পটুয়াখালী	সদস্য
৫।	প্রকৌশলী জাফর সাদেক	প্রধান প্রকৌশলী ও পরিচালক, কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা	সদস্য
৬।	মুঃ হুমায়ূন কবীর লস্কর	যুগ্মসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা	উপসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

২। **কর্মপরিধিঃ** Guidelines for Different Programmes under Special Allocation for Science & Technology (Revised in March 2012) অনুযায়ী বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও বাছাই করে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

৩। Peer Review Committee'র আহ্বায়ক/সদস্য কোন প্রকল্প দাখিল করতে পারবেন না।

৪। সদস্য-সচিব হিসেবে উপসচিব, ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা কমিটির আহ্বায়কের সংজ্ঞো পরামর্শক্রমে সভা আহ্বান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

৫। Peer Review Committee'র সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

নং ৩৯.০০.০০০০.০৯.০৬.৫৮.১৬-১৭/৫৩১—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মসূচীর" আওতায় বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্প বাছাই এবং পর্যালোচনান্তে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে অধ্যাপক/বিশেষজ্ঞ/বিজ্ঞানী/গবেষক/কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিম্নরূপ Peer Review Committee on Inter-Disciplinary (ID) আদিষ্ট হয়ে গঠন করা হলো :

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	মন্তব্য
১।	অধ্যাপক ড. নীলুফার নাহার	রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	আহ্বায়ক
২।	ড. মোঃ মিজানুর রহমান	পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৩।	অধ্যাপক ড. মোঃ হাবিবুর রহমান	প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	সদস্য
৪।	অধ্যাপক ডাঃ এ কে এম খুরশিদুল আলম	ইউরোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৫।	অধ্যাপক নূর মোঃ রহমতউল্লাহ	কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৬।	মুঃ হুমায়ূন কবীর লস্কর	যুগ্মসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা	উপসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

২। **কর্মপরিধিঃ** Guidelines for Different Programmes under Special Allocation for Science & Technology (Revised in March 2012) অনুযায়ী বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও বাছাই করে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

৩। Peer Review Committee'র আহ্বায়ক/সদস্য কোন প্রকল্প দাখিল করতে পারবেন না।

৪। সদস্য-সচিব হিসেবে উপসচিব, ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা কমিটির আহ্বায়কের সংজ্ঞো পরামর্শক্রমে সভা আহ্বান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

৫। Peer Review Committee'র সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

নং ৩৯.০০.০০০০.০৯.০৬.৫৮.১৬-১৭/৫৩২—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মসূচীর" আওতায় বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্প বাছাই এবং পর্যালোচনান্তে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে অধ্যাপক/বিশেষজ্ঞ/ বিজ্ঞানী/গবেষক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিম্নরূপ Peer Review Committee on Physical sciences (Phy-sc) আদিষ্ট হয়ে গঠন করা হলো :

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	ঠিকানা	মন্তব্য
১।	অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্ল্যা	সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউ.জি.সি), আগারগাঁও, ঢাকা	আহ্বায়ক
২।	অধ্যাপক ড. আবু হাসান ভুইয়া	পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৩।	অধ্যাপক শওকত ওসমান	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	সদস্য
৪।	অধ্যাপক ড. কাজী আলী আজম	কীটতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা	সদস্য
৫।	ড. মোঃ জহুরুল আলম চৌধুরী	রসায়ন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	সদস্য
৬।	জনাব মাহবুবুল হক	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স, পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গণকবাড়ী, সাভার, ঢাকা।	সদস্য
৭।	মুঃ হুমায়ূন কবীর লস্কর	যুগ্মসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮।	ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা	উপসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

২। **কর্মপরিধিঃ** Guidelines for Different Programmes under Special Allocation for Science & Technology (Revised in March 2012) অনুযায়ী বিশেষ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও বাছাই করে অর্থায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

৩। Peer Review Committee'র আহ্বায়ক/সদস্য কোন প্রকল্প দাখিল করতে পারবেন না।

৪। সদস্য-সচিব হিসেবে উপসচিব, ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা কমিটির আহ্বায়কের সংজ্ঞো পরামর্শক্রমে সভা আহ্বান, সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

৫। Peer Review Committee'র সভায় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হয়েছে মর্মে ধরে নেয়া যাবে।

ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ১৪ ভাদ্র ১৪২৩/২৯ আগস্ট ২০১৬

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.০০৭.১৬-২০৫—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪ (২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	দক্ষিণ বেলাই	১০৩	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(২)	ভালুখালী	১০৭	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(৩)	বানীহারা	১১৬	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(৪)	সলেমান	১৫৮	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(৫)	হরিরামপুর	১৬৯	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(৬)	আরজীপারআচলাই	২১৭	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(৭)	বিরনগর	১১০	পাঁচবিবি	জয়পুরহাট
(৮)	কালন্দরপুর	১২৪	পাঁচবিবি	জয়পুরহাট
(৯)	বাঁসখুর	১৫০	পাঁচবিবি	জয়পুরহাট
(১০)	বিহিগাঁও	২০১	পাঁচবিবি	জয়পুরহাট
(১১)	তেলাবাদল	২০	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট
(১২)	দক্ষিণ তেলিহার	৫৯	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.১৫.১৫-২০৬—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪ (২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	চর লক্ষ্মী	২৬৬	সুবর্ণ চর	নোয়াখালী
(২)	চর আকরাম উদ্দিন	২৭০	সুধারাম	নোয়াখালী

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.১৩.১৫-২০৭—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪ (২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	সন্তান পাড়া	১৫০	পলাশ	নরসিংদী
(২)	চর বেতাকি	০১	গজারিয়া	মুন্সিগঞ্জ
(৩)	স্বল্পনন্দপুর	২৫৩	মানিকগঞ্জ সদর	মানিকগঞ্জ
(৪)	খাসের চর ১ম খণ্ড	৭৬	সিংগাইর	মানিকগঞ্জ
(৫)	চর জলিল	৭৯	সিংগাইর	মানিকগঞ্জ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১৮

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ ভাদ্র ১৪২৩/০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ

নং শিম/শাঃ১৮/বাঃইউঃপ্রঃ-৪/২০০৮/২৯২—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর, সেনাবাহিনী বিএ-২৪০৭ মেজর জেনাঃ মোঃ সালাহ্ উদ্দিন মিয়াজী, আরসিডিএস, পিএসসি-কে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ আইন, ২০০৯ এর ১১(১) ধারা অনুযায়ী ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করেছেন :

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৩(তিন) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে এর পূর্বেই এ নিয়োগাদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তিনি তাঁর বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন-ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি ভাইস-চ্যান্সেলর পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন;

(ঙ) এ নিয়োগাদেশ তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

আবদুস সাত্তার মিয়া
সহকারী সচিব(বিশ্ববিদ্যালয়-২)।

অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৩ ভাদ্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৮ আগস্ট ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০২৬.১৩-৭০৮—যেহেতু বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব ইকরামুল হক (১৪৬২৩), প্রভাষক (ইতিহাস), মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, মেহেরপুর গত ১০-০৮-২০০৮ তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি), মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। অতঃপর বিধি অনুযায়ী তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়ায় তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান কর্মস্থলের ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ অভিযুক্ত ব্যক্তি দেশের বাইরে থাকায় ফেরত আসে;

যেহেতু, জনাব ইকরামুল হক এর আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (সি) অনুযায়ী "চাকুরী হতে অপসারণ (Removal from Service)" করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একমত পোষণ করে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্মতি জ্ঞাপন করেন;

সেহেতু, জনাব একরামুল হক (১৪৬২৩), প্রভাষক (ইতিহাস), মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, মেহেরপুর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃংঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (সি) অনুযায়ী "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from Service)" করা হলো।

তারিখ, ২০ ভাদ্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০১১.১৬-৭২৭—যেহেতু বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা শেখ মোঃ সামিউল ইসলাম (২৩৭৮৮), প্রভাষক (ইংরেজি), ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া গত ০৯-০৩-২০১৬ তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি), মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ২১-০৮-২০১৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিকালে তিনি জানান যে, দীর্ঘদিন যাবত সাইনাস ও ঘাড় ব্যাথার (CERVICAL SPONDYLOSIS) এর রোগে আক্রান্ত। হঠাৎ করে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ০৬-০৩-২০১৬ তারিখে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে। ডাক্তার তাকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু, তার ঘাড়ের ব্যাথা

আরো বৃদ্ধি পাওয়ায় গত ০৮-০৩-২০১৬ তারিখে ডাক্তার তাকে কমপক্ষে ১(এক) মাস সম্পূর্ণ বেড রেস্ট নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি তার অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়ায় তার অননুমোদিত অনুপস্থিত সময়কালকে অর্ধগড়/বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, শেখ মোঃ সামিউল ইসলাম এর ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তার অননুমোদিত অনুপস্থিতকাল ০৯-০৩-২০১৬ তারিখ হতে ০২-০৪-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অর্ধগড় বেতনে এবং ০৩-০৪-২০১৬ তারিখ হতে ১৪-০৬-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

আদেশ

তারিখ, ০৮ ভাদ্র ১৪২৩/২৩ আগস্ট ২০১৬

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-৭/২০১৬-৪৪৯—যেহেতু জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম মন্ডল, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নওগাঁ-এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে গত ১৩ মার্চ, ২০১৬ তারিখের প্রাগম-তঃশৃঃ/বিমা-৭/২০১৬/৩৩৭ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের ভুল আর করবেন না মর্মে তিনি লিখিত অঙ্গীকার করায় তাকে লঘুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, তাকে (জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম মন্ডল, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নওগাঁ)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২) (এ) মোতাবেক লঘুদন্ড 'তিরস্কার' করা হল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হুমায়ুন খালিদ
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৮ ভাদ্র ১৪২৩বঙ্গাব্দ/২৩ আগস্ট ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯০.২০১৬-৬১৩—যেহেতু, ডাঃ মঞ্জুর মোর্শেদ, মেডিকেল অফিসার (শিশু), প্রকল্পভুক্ত, সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার গত ১১-১০-২০০৪ খ্রিঃ তারিখ হতে বিনা অনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, গত ১০-১০-২০০৯ তারিখ সরকারি চাকুরীতে তাঁর অনুপস্থিতিকাল ধারাবাহিকভাবে ০৫(পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে;

সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে এবং এই অবসান ডাঃ মনজুর মোর্শেদ মেডিকেল অফিসার (শিশু), প্রকল্পভুক্ত সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ১১-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

জনস্বার্থে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হল।

সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলাম
সচিব।

শৃংখলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ আগস্ট ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০০১.২০১৬-৬৯—যেহেতু, ডাঃ মজিবুর রহমান, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), সদর মাদারীপুর, গত ০৯-০৬-২০০৯ তারিখ হতে অদ্যাবধি বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, তাঁকে কারণ দর্শানো হলেও তিনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেননি। ইতোমধ্যে তাঁর সরকারি চাকুরিতে অনুপস্থিতির সময়কাল ধারাবাহিকভাবে ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিক অতিক্রান্ত হয়েছে;

যেহেতু, কোন সরকারি কর্মচারী এক নাগাড়ে ৫ (পাঁচ) বছর কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে বিএসআর পার্ট-১ এর ৩৪ ধারা অনুযায়ী তাঁর চাকুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটে;

এক্ষণে, সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক ডাঃ মজিবুর রহমান মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), সদর মাদারীপুর, এর সরকারি চাকুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে। এই অবসান তাঁর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ০৯-০৬-২০১৪ ইং তারিখ হতে কার্যকর হবে।

জনস্বার্থে এই প্রজ্ঞাপন জরি করা হলো।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

শৃংখলা-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ৩১ আগস্ট ২০১৬

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯১.২০১৬-৬২৪—যেহেতু, ডাঃ শাহ মোঃ ফয়সাল এসকান্দার (১০৯৭০২), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা গত ১৫-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ০১.০৫.২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ১২-০৭-২০১৬ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৬.২০১৬-৫২১ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৩.০৮.২০১৬ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তিনি জানান যে, এমএস দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে অধ্যয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা এর অধীনে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। বিভিন্ন পারিবারিক ব্যক্তিগত সমস্যা ও দাম্পত্য অসংগতির কারণে তিনি মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্থ হয়ে পড়েন। যার ফলশ্রুতিতে ১৫.০৫.২০১২ তারিখ হতে তিনি চাকুরিতে ক্ষেত্রে অনিয়মিত হন। উদ্ভুত পরিস্থিতি তার অনিচ্ছাকৃত ও নিয়ন্ত্রণের বাহিরে ছিল, যা তাকে মানসিক, শারীরিক ও সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। পরবর্তীতে তিনি চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হন ও দীর্ঘদিন চিকিৎসা গ্রহণপূর্বক বর্তমানে সম্পূর্ন সুস্থতা লাভ করেছেন। বর্তামানে চাকুরীর সকল আচরণ বিধিবিধান সঠিকভাবে মেনে চাকুরীতে নিয়মিত হতে তিনি বদ্ধ পরিকর এবং অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির জন্য তিনি লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ শাহ মোঃ ফয়সাল এসকান্দার (১০৯৭০২), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক আগামী ০১(এক) বছরের জন্য তাঁকে বর্তমানে প্রাপ্য তাঁর বেতন স্কেলের সর্বনিম্নধাপে অবনমিত করার শাস্তি আরোপ করে বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। তাঁর ১৫.০৫.২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ০১.০৫.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৭.২০১৫-৬২৫—যেহেতু, ডাঃ আবু তাহের মোঃ নুরুন্নবী শাহ (৪০১১৪), সহকারী অধ্যাপক, কার্ডিওলজি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা, সংযুক্ত-আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ, নোয়াখালী বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকাারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ৩ (সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমিততে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২৭-০৫-২০১৫ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৭.২০১৫-২৯০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলায় তাঁকে কেন 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৩-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ আবু তাহের মোঃ নুরুন্নবী শাহ (৪০১১৪), সহকারী অধ্যাপক, কার্ডিওলজি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা, সংযুক্ত-আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ, নোয়াখালী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি বিবেচনা করে তাঁকে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৭.২০১৩-৬২৬—যেহেতু, ডাঃ মুহাম্মদ শাহীনুর রহমান (১১১৬৫৪), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মেলান্দহ, জামালপুর গত গত ১৬-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি), ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে ২৫-১১-২০১৩ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭. ০১.০০.০৮৭.২০১৩-৯৭৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক আনীত অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলায় তাঁকে কেন 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলায় ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৩-০৮-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মুহাম্মদ শাহীনুর রহমান (১১১৬৫৪), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মেলান্দহ, জামালপুর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন, ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই), বিধি মোতাবেক আগামী ১(এক) বছরের জন্য তাঁকে বর্তমানে প্রাপ্য তাঁর বেতন স্কেলের সর্বনিম্নধাপে অবনমিত করার শাস্তি আরোপ করে বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। তাঁর ১৬-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে পুনরায় কর্মস্থলে যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন-১ শাখা

পরিপত্র

তারিখ, ০৬ ভাদ্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২১ আগস্ট ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৬.০৬৭.০১৫.০০.০০.০৬৬.২০১৫-৭০৯—প্রশাসনিক কাজে গতিশীলতা এবং সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতা নিম্নরূপভাবে অর্পন করা হলো :

ক্রমিক নং	বিষয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত ক্ষমতা অর্পণের স্তর					
		স্থানীয় সরকার বিভাগ	দপ্তর প্রধান (প্রধান প্রকৌশলী)	বিভাগীয় অফিস (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী)	আঞ্চলিক অফিস (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)	জেলা পর্যায়ের অফিস (নির্বাহী প্রকৌশলী)	উপজেলা পর্যায়ের অফিস (উপজেলা প্রকৌশলী)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(১)	অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ বদলী/দায়িত্ব প্রদান (ক) বদলী	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	অধীনস্থ বিভাগের অভ্যন্তরে ১০-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	অধীনস্থ অঞ্চলের অভ্যন্তরে ১১-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	অধীনস্থ জেলার অভ্যন্তরে ১৭-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	শূন্য
	(খ) চলতি দায়িত্ব	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
(২)	নিয়োগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পিএসসি'র সুপারিশের ভিত্তিতে) (ক) সরাসরি	৯ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	১০-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
	(খ) পদোন্নতি	৪-১২ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা	১৩-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
(৩)	একাধিক পদে দায়িত্ব এবং এতদুদ্দেশ্যে ভাতা প্রদান (একের অধিক নয়)	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীদের ক্ষেত্রে।	৫ম-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
(৪)	বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি গঠন	৪-১২ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	১৩-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
(৫)	ভ্রমণ অনুমোদন ও ভ্রমণ বিলে প্রতিস্বাক্ষর।	প্রধান প্রকৌশলী।	২-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	অধীনস্থ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/ সমপর্যায়ের ও নিজ দপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	অধীনস্থ অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী/ সমপর্যায়ের ও নিজ দপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	নিজ দপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	নিজ দপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(৬)	নৈমিত্তিক ছুটি	প্রধান প্রকৌশলী	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক ও জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীদের ক্ষেত্রে।	অধীনস্থ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী ব্যতীত)	অধীনস্থ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। (জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী ব্যতীত)	অধীনস্থ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	অধীনস্থ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।
(৭)	বেসরকারী ডাক্তার কর্তৃক সার্টিফিকেট গ্রহণের ক্ষমতা	১-৯ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	১০-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
(৮)	শৃংখলা বিধি মোতাবেক দায়েরযোগ্য মামলা সূচনা ও নিষ্পত্তিকরণ	১-৯ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	১০-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
(৯)	বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ (ক) অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বৈদেশিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রার্থী মনোনয়ন।	১-৯ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	১০-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
	(খ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়নের প্রশাসনিক অনুমোদন	১-৯ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	১০-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
(১০)	মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক অযোগ্য ঘোষিত ও কর্মচারী সম্পর্কিত বিষয়াবলী	১-৯ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	১০-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
(১১)	দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণে মনোনয়ন এবং সেমিনার/ ওয়ার্কশপে মনোনয়ন	--	পূর্ণ ক্ষমতা	বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/ প্রশিক্ষণে মনোনয়নে পূর্ণ ক্ষমতা।	প্রশিক্ষণে মনোনয়নের পূর্ণ ক্ষমাতা।	প্রশিক্ষণে মনোনয়নের পূর্ণ ক্ষমাতা।	শূন্য
(১২)	এলজিইডির অভ্যন্তরে প্রকল্পে প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারীদের বদলী/পদায়ন	প্রকল্প পরিচালক	৫-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
(১৩)	প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি অনুমোদন	--	পূর্ণ ক্ষমতা	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
(১৪)	পাসপোর্ট করার অনুমতি	--	পূর্ণ ক্ষমতা	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
(১৫)	উচ্চতর শিক্ষা/পরীক্ষা অনুমতি।	১-৯ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	১০-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(১৬)	বিএসআর এর বিধি-১৪৯ এবং নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধি-৭ অনুযায়ী ব্যক্তিগত/পারিবারিক কারণে ও মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অনধিক তিন মাস পর্যন্ত গড় বেতনে দেশের অভ্যন্তরে অর্জিত ছুটি মঞ্জুরি।	১-৩ গ্রেডের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ৪-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়ের ৪ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ৫-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়ের ৫ম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ৬-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়ের ৬ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ৭-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়ের ৭-১০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ১০-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।
(১৭)	দেশের অভ্যন্তরে ভোগের ক্ষেত্রে শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুরী।	১-৩ গ্রেডের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ৪-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়ের ৪ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ৫-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়ের ৫ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ৬-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়ের ৬ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ৭-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়ের ৭-১০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ১০-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।
(১৮)	বিএসআর-এর বিধি-১৪৯ এবং বিধি ১৯৭- এর উপবিধি-১ অনুযায়ী মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুরী।	১-৩ গ্রেডের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ৪-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়ের ৪ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ৫-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়ের ৫ম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ৬-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়ের ৬ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ৭-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়ের ৭-১০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ১০-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।
(১৯)	পিআরএল, পেনশন/ পারিবারিক পেনশন ও অবসর প্রদান ইত্যাদির অনুমতি ও ভাতা মঞ্জুরি।	১-৯ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ১০-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ১০-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	নিজ কার্যালয়ের ১০-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	নিজ ও নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যালয়ের ১০-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।	শূন্য

সাধারণ বিধান :

(ক) উপরিল্লিখিত ছকের ২ নং কলামে বর্ণিত সকল কাজ বিদ্যমান বিধি-বিধান-নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পন্ন করার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা স্থানীয় সরকার বিভাগের থাকবে।

(খ) উপরিল্লিখিত ছকে বর্ণিত নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরের সকল কাজ বিদ্যমান বিধি-বিধান-নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পন্ন করার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলীর থাকবে।

(গ) বর্ণিত প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগের সকল ক্ষেত্রে সরকারের সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধি-বিধান ও অনুশাসন প্রতিপালন করতে হবে।

২। প্রশাসনিক ক্ষমতার্পণ সংক্রান্ত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

আবদুল মালেক
সচিব।

পার-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১ আগস্ট ২০১৬ খ্রিঃ

নং ৪৫.১৪২.০১৩.০০.০০.০১৮.২০১৬-৭৯৭—ডাঃ হাসান আসকারী মোঃ নাজমুল আহসান (কোড নং-৩১৪২৬), প্রাক্তন অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা-কে The Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Amendement Act, 2010) এর ৩ ধারা অনুযায়ী ভূতাপেক্ষভাবে ২৬-০৪-২০১৫ ইং তারিখ থেকে সরকারি চাকুরি হতে অবসর প্রদান এবং তাঁর অনকূলে ২৭-০৪-২০১৫ ইং তারিখ থেকে ২৬-০৪-২০১৬ ইং তারিখ পর্যন্ত ১(এক) বছরের অবসরোত্তর ছুটি (পি.আর.এল) এবং তাঁর অর্জিত ছুটির প্রাপ্যতা অনুযায়ী ১৮(আঠার) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর করা হলো।

২। গত ১৫-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৮৯ নং স্মারকে মঞ্জুরীকৃত প্রজ্ঞাপন সংশোধনপূর্বক এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো। তিনি অর্থ বিভাগ হতে জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী লাম্পগ্রান্টসহ অবসর এবং অবসরোত্তর ছুটিকালীন সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মইনউদ্দিন আহ্মদ
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৮ আগস্ট, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.০২৭.০০৭.২০১৬-৬৭০—জনাব মোঃ রেজাউল করিম, সহকারী প্রকৌশলী, টাংগাইল জেলা পরিষদ (প্রেষণে) (বদলীকৃত কর্মস্থল-উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, সাভার, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে অদক্ষতা, দায়িত্বহীনতা, কর্তব্য কাজে অবহেলা, অসদাচরণ ও দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগে ০৮-০৮-২০১৬ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.০২৭.০০৭.২০১৬-৬৬৪ নং স্মারকে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগসমূহ সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে "সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫" ১১(১) বিধান অনুসারে তাঁকে চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক
সচিব।

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ ভাদ্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৮ আগস্ট ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৬.১৬-৯৭৮—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ সামসুল হক, নীলফামারী পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও ১নং প্যানেল মেয়র; এবং

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত নাঃশিঃনিঃ মামলা নং-১২২/০৫ এ অভিযোগ পত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে; এবং

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) মোতাবেক পৌরসভার মেয়র অথবা কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় অভিযোগ পত্র নিজ আদালত কর্তৃক গৃহীত হলে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার বিধান রয়েছে।

সেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী আপনি জনাব মোঃ সামসুল হক, ৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও ১নং প্যানেল মেয়র, নীলফামারী পৌরসভা, নীলফামারী'কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খলিল আহমদ
উপসচিব।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৩/২০ নভেম্বর ২০১৬

নং ০৩.০৭০.০০৬.০০.০০.০০৩.২০১৫-২৩৭—গত ১৬ জুন ২০১৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেবা পদ্ধতি সহজিকরণে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ ছাড়ের সময়সীমা ২৬ কর্মদিবস নির্ধারণকল্পে ১২ এপ্রিল ২০১২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জারীকৃত পরিপত্রের ৭(ঘ) এবং ৭(ছ) ধারা সংশোধন করা হলো :

ঘ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ২১ কর্মদিবসের স্থলে ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে এ সম্পর্কে তাদের মতামত প্রদান করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়া না গেলে বিবেচ্য প্রকল্পের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের কোন আপত্তি নেই বলে ধরে নেয়া হবে। পার্বত্য তিনটি জেলায় কার্যক্রম শুরুর পূর্বে এনজিওসমূহকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে সম্মতি/অনাপত্তি সনদ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা করতে পারে। এনজিওসমূহ পার্বত্য জেলাসমূহে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিয়মানুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ প্রাথমিক পরীক্ষা শেষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মতামতের জন্য প্রেরণ করবে।

ছ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো যথাযথ তথ্যসম্বলিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির ৪৫ দিনের স্থলে ২৬ দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত বিষয়ে পরিপত্রের ৭(ঘ) এবং ৭(ছ) সংশোধন করা হলো। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডাঃ মোঃ জুলফিকার আলী
পরিচালক-৩।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২০ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৩.৭৫৯.০১৪.৩১.০০.০৩৫.২০১৫-২২৩৭—গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার কৌচাকুড়ি মৌজার বে ইকোনমিক জোন নামে বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের চূড়ান্ত লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য বে ইকোনমিক জোন লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জিয়াউর রহমান, টিসিবি ভবন, ১ কারওয়ার বাজার, ঢাকা ১২১৫ (বে ইকোনমিক জোন লিমিটেড, বে গ্রুপ লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান) নিজস্ব মালিকানা দাবী করে জমির তফসিলসহ নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঢাকা বরাবরে আবেদন করা হয়েছে। উক্ত আবেদন মতে নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত তাদের দাবীকৃত মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ৪০.০০৭৭ একর। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল নীতি, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৭(১) ও ৫(২) মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, প্রস্তাবিত স্থানে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হলে তদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এমন কোন ব্যক্তি এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সচিব, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বি ডি বি এল ভবন, লেভেল-১৫, ১২ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ঠিকানায় মতামত দাখিল করতে পারবেন। উক্ত স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য মাষ্টার-প্লান অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে ভূমি উন্নয়নসহ উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো, শিল্প কারখানা, অফিস ইত্যাদি স্থাপন করা হবে। প্রচলিত আইন মোতাবেক অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এতদ্ব্যতীত পানি শোধনাগার, গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইন, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ETP) সহ পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করা হবে।

তফসিল-ক

জেলা-গাজীপুর, উপজেলা-কালিয়াকৈর, মৌজা-কৌচাকুড়ি, জে,এল, নং ১৬২

এস.এ. খতিয়ান নং- ৩৮, ৫১, ৯২, ১১৬, ১৯২, ৩৩৭, ৩৪৩, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৭৬, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৯, ৪৫৪, ৪৮২, ৪৯৮, ৫১৭, ৫২৭, ৬৪৩, ৬৮৯, ৭৪৫, ৭৫৮, ৮২৯, ৮৪২, ৮৪৪, ৮৪৫, ৯০২, ৯০৪, ৯০৮, ৯০৯, ৯১৬, ৯৩৫, ৯৬৮, ৯৭৪।

আর.এস খতিয়ান নং- ৬০, ৭৫, ৭৬, ৭৯, ৩০৭, ৩৫৮, ৩৭৩, ৪১১, ৪৭২, ৫১৭, ৫৫০, ৫৮০, ৬০৪,৬০৯,৬১০, ৬১১, ৬৩১,৬৪৩, ৬৪৭, ৭২৩, ৭৫৮, ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৬৭, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩, ৭৭৪, ৮৩৪, ৮৪২, ৮৫৪, ৯৪৪, ৯৫৬, ৯৬৫,১০৩৮, ১০৫৮।

এস.এ দাগ নং- ১৩৭২ (আংশিক), ২০১২ (আংশিক), ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ (আংশিক), ২০২১, (আংশিক), ২০২২ (আংশিক), ২০২৩, ২০২৪, ২০২৫, ২০৩৮ (আংশিক), ২০৪০ (আংশিক), ২০৪২, ২০৪৪, ২০৪৫, ২০৪৬, ২০৪৭, ২০৪৮, ২০৪৯, ২০৫২, ২০৫৩ (আংশিক), ২০৬০ (আংশিক), ২০৬১ (আংশিক), ২০৬২, ২০৬৩, ২০৬৪, ২০৬৫, ২০৬৬ (আংশিক)।

মোটঃ ৩৩ টি দাগে জমির পরিমাণঃ ৩৭.৭৬৭১ একর।

আর. এস. দাগ নং- ২৫৫৬ (আংশিক), ৩৫৯৪ (আংশিক), ৩৬০৩ (আংশিক), ৩৬০৪, ৩৬০৫, ৩৬০৬, ৩৬০৭, ৩৬০৮, ৩৬০৯, ৩৬১০, ৩৬১১, ৩৬১২ (আংশিক), ৩৬১৩ (আংশিক), ৩৬১৪, ৩৬১৫, ৩৬১৬, ৩৬১৭, ৩৬১৯ (আংশিক), ৩৬৩০ (আংশিক), ৩৬৩২ (আংশিক), ৩৬৩৫, ৩৬৩৭, ৩৬৩৮, ৩৬৩৯, ৩৬৪০, ৩৬৪১, ৩৬৪২, ৩৬৪৫, ৩৬৪৬, ৩৬৪৭, ৩৬৪৮, ৩৬৪৯, ৩৬৫০, ৩৬৫২, ৩৬৫৩, ৩৬৫৪, ৩৬৫৫ (আংশিক), ৩৬৬২ (আংশিক), ৩৬৬৫ (আংশিক), ৩৬৬৬ (আংশিক), ৩৬৬৭ (আংশিক), ৩৬৬৮ (আংশিক), ৩৬৬৯, ৩৬৭০, ৩৬৭১, ৩৬৭২, ৩৬৭৩, ৩৬৭৪ (আংশিক), ৩৬৭৫ (আংশিক), ৩৬১১/৩৯৩৪।

মোটঃ ৫০ টি দাগে জমির পরিমাণ-৩৭.৭৬৭১ একর।

চৌহদ্দি—উত্তরে তেলিরচালা গ্রাম, দক্ষিণে মিরপুর মৌজা ও সৈয়দ আরিফ নিয়াজী গং, পূর্বে বাঘিয়া মৌজা এবং পশ্চিমে তেলিরচালা গ্রাম ও হাজী কাউছ মিয়াঁ গং।

নিবন্ধন নম্বর ও সালঃ ৮২/১৯৯৯, ১৮৩/১৯৯৯, ১৯৮/২০০২, ৩১৮/২০০১, ৬১৩/২০০১, ১৩৭২/২০০৫, ১৬১৯/২০০২, ১৬২৮/২০০২, ১৭০০/১৯৯৮, ১৮৫৫/২০০২, ২০২৪/২০০৬, ২২৬২/২০০২, ২২৮২/২০০৩, ২৪৬২/২০০০, ২৭৪৭/১৯৯৯, ২৮১২/১৯৯৮, ২৮১৩/১৯৯৮, ২৮১৪/১৯৯৮, ৩১৭৯/২০১৬, ৩২৯৫/২০০২, ৩৩৪৫/২০০২, ৩৩৬৮/২০০২, ৩৩৭৬/২০০২, ৩৪৮৫/১৯৯৫, ৩৪৮৬/১৯৯৫, ৩৪৯০/১৯৯৫, ৩৫৬৮/২০০৪, ৩৫৭১/২০০৪, ৩৫৭৬/২০০৪, ৩৬০৩/২০০০, ৩৬০৩/১৯৯৩, ৩৯১৪/২০০০, ৩৯৩৭/২০০২, ৪১৮৯/২০০১, ৪১৮৯/১৯৯৮, ৪২২৭/২০০৫, ৪৩২২/২০০৬, ৪৪৪৭/২০০৩, ৪৫৮২/১৯৯৯, ৪৫৮৩/১৯৯৯, ৪৮৬০/২০০৫, ৪৮৬১/২০০৫, ৪৮৬২/২০০৫,৪৯৩০/২০১৫, ৫১৪১/২০০৫, ৫৭৭২/২০০৩, ৬০৫৪/২০০২, ৬০৬০/২০০৪, ৬২২১/২০০২, ৬৩১৫/১৯৯৫, ৬৭৬৬/২০০১, ৬৭৬৬/১৯৯৯, ৬৭৬৭/১৯৯৯, ৬৯৯১/১৯৯৯, ৭০৯০/২০০৩, ৭৩৫৪/২০০২, ৭৪৭৯/২০০৪, ৭৬৫৯/২০০৬, ৭৯২৮/১৯৯৮, ৭৯২৮/১৯৯৯, ৮০২৯/২০০৪, ৮২২৪/২০০২, ৮৮৩৮/২০০৯, ৮৯৪৪/২০০০, ৯১১১/২০০৯।

তফসিল-খ

জেলাঃ গাজীপুর, উপজেলাঃ কোনাবাড়ী, মৌজাঃ বাঘিয়া, জে.এল. নং সাবেক ৫৩৭

এস. এ খতিয়ান নং-১৬, ৫৭, ৬২, ৬৩।

এস. এ দাগ নং- ২২৮, ২২৯, ২৩০।

মোট জমির পরিমাণ- ১.৬৪৮১ একর।

চৌহদ্দি–উত্তরে বাঘিয়া বাইদ জমি, দক্ষিণে বাঘিয়া বাইদ জমি, পূর্বে বাঘিয়া গ্রাম এবং পশ্চিমে কৌচাকুড়ি মৌজা ও বে এগ্রো লিমিটেড। নিবন্ধন নম্বর ও সাল: ১৬৮২৩/২০১১, ২৫৫৩৬/২০০৪, ১৩২৮/২০০৫।

তফসিল-গ

জেলা-গাজীপুর, উপজেলা- কোনাবাড়ী, মৌজা-মিরপুর, জে, এল, নং সাবেক ৫৩৬

এস. এ খতিয়ান নং-২৮২।

আর. এস খতিয়ান নং-২৮৩।

এস. এ দাগ নং-১৯০ ।

আর, এস দাগ নং-৩৩৫ (আংশিক)

মোট জমির পরিমাণ-০.৫৯২৫একর।

চৌহদ্দি–উত্তরে কৌচাকুড়ি মৌজা ও শামসুর রহমান গং, দক্ষিণে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক, পূর্বে সৈয়দ আরিফ নিয়াজী এবং পশ্চিমে সিরাজুল ইসলাম গং।

নিবন্ধন নম্বর ও সালঃ ৫১৩৪/২০০৬

সর্বমোট জমির পরিমাণঃ ৩৭.৭৬৭১+১.৬৪৮১+০.৫৯২৫ = ৪০.০০৭৭ একর।

মোহাম্মদ আউয়ুব
সচিব।